১৪ বছর পর ম্যান ইউ’র মাঠে জয় পেল আর্সেনাল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের হাইভোল্টেজ ম্যাচে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে ১-০ গোলে হারিয়েছে আর্সেনাল। ফলে লিগে ১৪ বছর পর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মাঠে জয় পেল আর্সেনাল। ২০০৬ সালের পর পাওয়া এই জয়টি এসেছে পিয়েরে-এমেরিক অবামেয়াংয়েরই একমাত্র গোলে।

প্রতিপক্ষের মাঠে ১৪ বছর পর জয় পাওয়ায় রবিবার রাতটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে আর্সেনাল ও পিয়েরে-এমেরিক অবামেয়াংয়ের জন্য।

করোনার করাল গ্রাসে ফুটবল বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে জানুয়ারিতে এই আর্সেনালের সঙ্গে শেষ দেখাটাও যে ছিল হারের তিক্ততায় ভরা। এমিরেটসে সে ম্যাচে ২-০ গোলে হেরেছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।

গত মৌসুমে দুর্দান্ত ছিলেন অবামেয়াং। কিন্তু এ মৌসুমে টানা ৫ ম্যাচ গোল শূন্য ছিলেন গ্যাবোন জাতীয় দলের এই ফরোয়ার্ড। অবশেষে গোল খরা কাটল তার ম্যানইউয়ের বিপক্ষে বড় ম্যাচে।

ম্যাচের প্রথমার্ধ ছিল গোলশূন্য। ৬৯ মিনিটে অবামেয়াং পেনাল্টি থেকে লিড এনে দিয়েছিলেন আর্সেনালকে। ম্যাচ শেষ বাঁশি বাজা পর্যন্ত যে লিড ধরে রেখে জয়ের হাসি নিয়ে মাঠ ছাড়ে মিকেল আর্তেতার দল।

এ জয়ে ৭ ম্যাচে ৪ জয়ে ১২ পয়েন্ট নিয়ে নবম স্থানে উঠে এসেছে আর্সেনাল। আর ৬ ম্যাচে মাত্র ৭ পয়েন্ট নিয়ে ১৫তম স্থানে ম্যানইউ। ৭ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল।

আরও শক্তিশালী হয়ে আবির্ভূত

করোনা, এক সপ্তাহে আক্রান্ত ৩৩ লাখ!

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে গোটা বিশ্ব। এই ভাইরাসের প্রথম ঢেউয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে বিশ্ববাসী। মাঝে কিছুটা সংক্রমণ কমলেও আরও শক্তিশালী রূপে আবিভূর্ত হয়েছে প্রাণঘাতী এই ভাইরাস। দ্বিতীয় ঢেউয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দাপটের সঙ্গে সংক্রমিত করছে করোনাভাইরাস।

এরই মধ্যে পজিটিভ শনাক্তের হিসাবে টানা চার সপ্তাহে বিশ্ব রেকর্ড হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, গত সপ্তাহে সর্বোচ্চ ৩৩ লাখ ২৯ হাজার ৫১৪ জন নতুন করোনা সংক্রমিত রোগী শনাক্ত হয়েছেন।

ওয়ার্ল্ডওমিটারের হিসাব অনুযায়ী, এই রোগে এখন পর্যন্ত ৪ কোটি ৬৮ লাখ ৯ হাজার ২৫২ জন শনাক্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ১২ লাখ ৫ হাজার ১৯৪ জন। সুস্থ ৩ কোটি ৩৭ লাখ ৫৩ হাজার ৭৭০ জন।

১০ লাখের ওপরে আক্রান্ত হয়েছে ৯টি দেশে: যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, ব্রাজিল, রাশিয়া, ফ্রান্স, স্পেন, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া এবং ব্রিটেন।
সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত এবং মৃত্যু যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটিতে এখন পর্যন্ত ৯৪ লাখ ৭৩ হাজার ৯১১ জন পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ২ লাখ ৩৬ হাজার ৪৭১ জন।

ভারতে ৮২ লাখ ২৯ হাজার ৩২২ জন শনাক্ত হওয়ার পাশাপাশি মারা গেছেন ১ লাখ ২২ হাজার ৬৪২ জন।

বেশি আক্রান্তের দেশগুলোতে নতুন করে লকডাউন শুরু হচ্ছে। ব্রিটেনে দেশব্যাপী লকডাউনের ঘোষণা দেওয়ার সময় দেশটির প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন বলেছেন, ‘চিকিৎসা এবং মানবিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছেন তিনি।’

জনসনের দেশে এখন পর্যন্ত ১০ লাখ ৩৪ হাজার ৯১৪ জন করোনাভাইরাসে পজিটিভ হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ৪৬ হাজার ৭১৭ জন।

ভারত থেকে যে বীজ আমদানি করে ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র তৈরি করছে চীন!

ভারত থেকে আমদানি করা রাইসিন (কাস্টর) বীজ দিয়েই রাসায়নিক অস্ত্র তৈরি করছে চীন। এরকমই বেশ কিছু তথ্য হাতে এসেছে ভারতীয় গোয়েন্দাদের।

উল্লেখ্য, সেই রাইসিন বাংলাদেশে ভেন্না নামে পরিচিত। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে একটি চিঠিতেও মারাত্মক এই রাইসিন বিষের অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

এদিকে ভারতীয় গণমাধ্যমের খবরে জানা গেছে, এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি ভেন্না বা ক্যাস্টর উৎপাদক দেশ হল ভারত। ভেন্না বীজে তেল বা ক্যাস্টর অয়েলের উৎপাদন বিক্রি বেশি ভারতেই। কিন্তু এই বীজ খুব বিষাক্ত। জৈব আবর্জনা হিসাবে তা বিবেচিত হয়। মাত্র দু-একটি রোগের চিকিৎসার জন্য ভেন্নার বীজের গুঁড়া বা পাউডার সামান্য পরিমাণে ব্যবহার করা হয়।

তবে আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে, ছোট্ট এক চামচ এই বীজের পাউডার পানিতে গুলিয়ে খাইয়ে দিলে পূর্ণবয়স্ক মানুষের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হতে পারে। গত কয়েক মাস ধরে চীন সরকারিভাবে বিপুল পরিমাণে ভেন্না বীজ ভারত থেকে আমদানি করছে। এজন্য ভেন্না বীজের অর্ডার পাচ্ছে ভারতের বিভিন্ন সংস্থা।

ভারতীয় গোয়েন্দাদের ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা, ভেন্না বীজে রয়েছে রাইসিন নামের এক মারাত্মক বিষ ও যৌগ। এই রাইসিন নামের যৌগটি নিষিদ্ধ ও ধ্বংসাত্মক রায়াসনিক মারণাস্ত্র তৈরিতে বা রায়াসনিক গ্যাস তৈরিতে ব্যবহার হয়। চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মির নিজস্ব গবেষণাগারে তৈরি হচ্ছে এই রায়াসনিক অস্ত্র ও গ্যাস। সরাসরি যুদ্ধের রাস্তার না গিয়ে ভারত, তাইওয়ান, ভিয়েতনাম, জাপান, আমেরিকার মতো শত্রুদের বিরুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্র গোপনে ব্যবহার করার ছক কষছে চীন। সেজন্যই ভেন্না বীজ আমদানি করা হচ্ছে ভারত

থেকে।

এই ঘটনার জেরে সর্বভারতীয় বণিক সংগঠন ‘সলভেন্ট এক্সট্রাকটর অসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া’র সভাপতি অতুল চতুর্বেদী দেশটির কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে চিঠি লিখে আবেদন জানিয়েছেন, “এখনই ভেন্না বীজ চীনে রফতানি করা বন্ধ করা হোক। না হলে বিপদে পড়ব আমরাই। রফতানি বন্ধ হলে আমাদের আর্থিক ক্ষতি হবে ঠিকই। কিন্তু বড় বিপদ বা ফাঁদ থেকে রক্ষা পেতে পারি আমরা।”

ভারতীয় গোয়েন্দাদের মতে, নিশ্চিত খবরের ভিত্তিতেই রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। ভেন্না বীজ আমদানি করা নিয়ে চীনের এত আগ্রহ প্রথম থেকেই সন্দেহজনক ছিল। জৈব রায়াসনিক মারণাস্ত্র তৈরিতে তা কাজে লাগাচ্ছে চীন। অতীতে আশির দশকে ইরাক ও ইরানের মধ্যে আট বছর ধরে চলা যুদ্ধের সময় ইরানের সেনাদের বিরুদ্ধে মাস্টার্ড গ্যাস ব্যবহার করেছিল ইরাক। সরিষার বীজ থেকে তৈরি রায়াসনিক মাস্টার্ড গ্যাসে চোখ, মুখ ও গায়ে বড় বড় ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল ইরানি সেনাদের। অসুস্থ হয়ে পড়েছিল ইরানের সেনারা।

সেরকমই চীনও জৈব মারণাস্ত্র বানাতেই ভেন্না বীজ আমদানি করছে। তাছাড়া মার্কিন গোয়েন্দারাও দাবি করেছেন, চীন গোপনে বায়ো টক্সিনস্ এলিমেন্টের স্টকপাইল বা জৈব বিষের সঞ্চয় বাড়াচ্ছে। এই প্রবণতা মারাত্মক। সূত্র: স্বরাজ্যম্যাগ, ফিন্যানসিয়াল এক্সপ্রেস, সংবাদ প্রতিদিন

জীবননগরে ভেজাল সার ও নিম্নমানের বীজ বিক্রি বন্ধে আলোচনা সভা

জীবননগরে কৃষি মোর্চার আয়োজনে এবং এনজিও সংস্থা ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সহযোগীতায় ভেজাল সার ও নিম্নমানের বীজ বিক্রি বন্ধে করণীয় বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার বেলা ১১ টার সময় জীবননগর উপজেলা কৃষি প্রশিক্ষণ মিলনায়তনে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা কৃষি মোর্চার সভাপতি আব্দুল হান্নানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী মো. হাফিজুর রহমান, জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এসএম মুনিম লিংকন, জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলকানা লাকি, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের কামরুজ্জামান যুদ্ধ, জীবননগর উপজেলা লোকোমোর্চার সহ-সভাপতি সালাউদ্দীন কাজল, সাংবাদিক কাজী সামসুর রহমান চঞ্চল, জিএ জাহিদুল ইসলাম,মিঠুন মাহমুদ প্রমুখ।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, সরকার নির্ধারিত মূল্য থেকে কোনো দোকানদার যদি সার বেশি দামে বিক্রি করে অথবা ভেজাল সার, ভেজাল বীজ ও কীটনাশক বিক্রি করে তাহলে ওই দোকানদারের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আলোচনা সভায় জীবননগর উপজেলার বিসিআইসি ও বিএডিসি অনুমোদিত সার ডিলার, খুচরা সার বিক্রেতা এবং সুধীবৃন্দরা অংশ গ্রহণ করেন।

মেহেরপুরের গোভীপুরে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে রান্নাঘরে আগুন

মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুরে ভিটাপাড়ার মৃত মহরম আলীর ছেলে আব্দুর রাজ্জাকের রান্নাঘরে আগুন লেগে প্রায় ৬ হাজার টাকার ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে।

রবিবার দুপুরের দিকে রান্না করা অবস্থায় গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুন রান্নাঘরে ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শোভা খাতুন রান্না করার সময় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হওয়ার পর চিৎকার করলে স্থানীয় লোকজন আগুন

নেভাতে সাহায্য করে।

স্থানীয় লিটন জানান, প্রতিবেশী রাজ্জাকের বাসা থেকে চিৎকার শোনার পর দ্রুত ছুটে এসে দেখি আগুন লেগেছে। স্থানীয় বেশ কয়েকজন মিলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

এই বিষয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস টিম লিডার রুহুল আমিন মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, ৯৯৯ এ আমাদের কাছে একটি সংবাদ আসে এবং সেই সংবাদ পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এলাকাবাসী।

গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। এছাড়াও দায়িত্বরত সদর থানার এসআই নিকিল সহ বেশ কয়েকজন কনস্টেবল ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামের বেহাল দশা

ঝিনাইদহে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়াম ঘিরেই জেলার সকল খেলাধুলার আয়োজন হয়ে থাকে। এই মাঠ থেকেই অনেক জাতীয় পর্যায়ের খেলোয়াড় তৈরি হয়েছে। তারা দেশের বিভিন্ন খেলায় প্রতিনিধিত্ব করে সুনাম বয়ে নিয়ে এসেছে।

বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়াম, গত দুই বছরে একেবারেই পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। করোনা মহামারির কারণে ও গত কমিটির মেয়াদ ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে শেষ হবার পর কোনো খেলাধুলা না হওয়ায় এক প্রকার শ্রী হীন অবস্থায় রয়েছে স্টেডিয়ামটি। স্টেডিয়ামের গ্যালারিসহ মাঠের মধ্যে চারপাশ ঝোপ জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। গরুর খাবারের জন্য মাঠ থেকে ঘাস কেটে নিয়ে যাচ্ছে এলাকার লোকজন।

সাবেক এক ফুটবল খেলোয়াড় বলেন খেলাধুলা নেই নিধিরাম সরদার শুধু চেয়ারটা নিয়ে চলে রাজনীতি, দেশে কত সংবাদপত্র কেউ একটু লেখে না

বলেও তিনি মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন যে সরকার ক্ষমতায় থাকে তাদেরই রাজনৈতিক কার্যালয় বনে যায় স্টেডিয়ামটি। মাঠের দক্ষিণ দিকে ক্রিকেট প্র্যাকটিসের জন্য দুইটি নেট আছে । মটরসাইকেল পার্কিং করার জন্য ক্রিকেট খেলোয়াড়রা ঠিক মত প্র্যাকটিস করতে পারে না।

জেলা ফুটবল এসোসিয়েশন জেলা ক্রীড়া সংস্থার মর্জি মাফিক সদস্য না থাকায় ডিএফএ কে মাঠ ব্যবহার করতে দেয়া হয়না । ডি এফ এর কার্যক্রম তাই স্কুল, কলেজ ও পাড়া মহল্লার মাঠ কেন্দ্রীক। ডি এফ এর ব্যানারে কোনো ইভেন্টই করতে দেয়া হয়না এই মাঠে। ২০১৬ সালের পর থেকে জেলা ক্রীড়াসংস্থার অধীনে কোন ফুটবল লীগ হয়নি। যেহেতু জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের অধীনে ফুটবল খেলা হয় সেই জন্য জেলা ক্রীড়াসংস্থা ফুটবল লীগ আয়োজন করে না। ২০১৭-২০১৮ মৌসুমে সর্বশেষ ক্রিকেট লীগ হয়। তবে স্কুল ক্রিকেট ও বয়স ভিত্তিক ক্রিকেট প্রতি বছর নিয়মিত হয়, করোনার কারণে সেটাও বন্ধ আছে। সরকারি কিছু অনুষ্ঠান ছাড়া জেলা ক্রীড়াসংস্থা’র দুই বছর খেলার কোন আয়োজন চোখে পড়ে না।

কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে জেলার খেলাধুলা ঝিমিয়ে পড়ায় এবং কোন টুর্নামেন্ট না হওয়ায় ভালো মানের কোন খেলোয়াড় জন্ম নিচ্ছেনা। ক্রিকেট ও ফুটবলে লাল সবুজের জার্সি গায়ে চাপিয়ে আন্তর্জাতিক এবং ঢাকার মাঠে সুনামের সাথে খেলেছে ঝিনাইদহের খেলোয়াড়রা। ঝিনাইদহের ক্রীড়া অঙ্গন এখন অভিভাবকহীন। ২০১৫ সালের ২য় জানুয়ারি জেলা ক্রীড়াসংস্থার সাধারণ স¤পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন জীবন কুমার বিশ্বাস। দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে ফুটবল লীগ, ক্রিকেট লীগ ও ভলিবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করে। তার মেয়াদ শেষের দিকে আবারও খেলাধুলা ঝিমিয়ে পড়ে।

২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে তার মেয়াদ শেষ হয়। মেয়াদ শেষে ক্রীড়াসংস্থা গতিশীল রাখতে ও নির্বাচন পরিচালনার জন্য এডহক কমিটি গঠিত হয়। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর একটি পক্ষ “নির্বাচনের পরিবেশ নেই” এই অযুহাতে নির্বাচন টি যাতে না হতে পারে তার জন্য স্থগিতাদেশ চেয়ে মহামান্য হাইকোর্টে রীট পিটিশন দাখিল করে। উচ্চ আদালতের নিষেধাজ্ঞার কারণে নির্বাচন স্থগিত রয়েছে। সাথে সাথে এডহক কমিটির সকল কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

তবে এই আপদকালীন সময়ে ক্রীড়াসংস্থা পরিচালনা ও ক্রীড়ার কার্যক্রম সচল রাখার জন্য প্রশাসনের ৪ কর্মকর্তা দায়িত্বে রয়েছেন।

অভিভাবকগন, খেলোয়াড়, সংগঠকদের দাবি যত দ্রুত সম্ভব জেলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচন স¤পন্ন করে স্টেডিয়ামকে খেলাধুলার উপযোগী করা হোক। তারা মনে করেন খেলাধুলার জগতে নেই এমন গুটি কয়েক ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বার্থের হাতিয়ার হিসেবে পরিণত হয়েছে স্টেডিয়ামটি।

খেলাধুলা বন্ধ থাকায় স্থানীয় কোমলমতি বাচ্চারা সহ উঠতি খেলোয়াড়রা নিদারুন হতাশার মধ্যে রয়েছে, তাদের মধ্যে মাদকের ভয়াবহতা ঢুকে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ বলেন, মহামান্য হাইকোর্টের নিদের্শনার আলোকে কমিটি গঠনের নির্বাচনী কার্যক্রমসহ কমিটি গঠনের সকল কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

তবে এই আপদকালীন সময়ে ক্রীড়াসংস্থা পরিচালনা, ক্রীড়ার কার্যক্রম সচল রাখার জন্য প্রশাসনের ৪কর্মকর্তা দায়িত্বে রয়েছেন। দীর্ঘ করোনাকালীন খেলাধুলার সকল কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে তবে এরই মধ্যে দুঃস্থ এবং অসচ্ছল খেলোয়াড়, সংগঠক ও প্রশিক্ষকদের আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। খেলায় ফিরে আসার জন্য আমরা কাজ শুরু করেছি, খুব শীঘ্রই স্টেডিয়াম সরব হবে বলে আশা করছি।

ঝিনাইদহে বাঁধাকপির ক্ষেত নষ্ট করেছে দুর্বৃত্তরা

ঝিনাইদহে এক কৃষকের বাঁধাকপির ক্ষেত নষ্ট করেছে দুর্বৃত্তরা। শনিবার রাতে সদর উপজেলার কালীচরণপুর ইউনিয়নের হাটবাকুয়া গ্রামের মাঠে কে বা কারা কীটনাশক দিয়ে এ বাঁধাকপির ক্ষেত নষ্ট করে দিয়েছে।

ভুক্তভোগী কৃষক শমশের মন্ডল জানান, ৬০ শতক জমি বন্দক নিয়ে বাঁধাকপির চাষ করেন। পূর্বশত্রুতার জের ধরে শনিবার রাতের যে কোন এক সময় দুর্বৃত্তরা ক্ষতিকারক কীটনাশক স্প্রে করে দেয় ওই ক্ষেতে।

রোববার সকালে ক্ষেতে গিয়ে দেখতে পান তার ক্ষেতের অধিকাংশ

বাঁধাকপি নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি আরও জানান, ক্ষেতে থাকা বাঁধাকপি এক সপ্তাহের মধ্যে বিক্রি করতে পারতেন। এতে করে প্রায় দেড় লাখ টাকার আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বলে জানান তিনি।

এ ব্যাপারে সদর থানার ওসি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জানান, লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে প্রকাশ্যে ছুরিকাঘাতে এক যুবক আহত

মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়ার শফিক উদ্দীনের ছেলে রতন নামের এক যুবককে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে বাসায় থেকে ডেকে নিয়ে ছুরিকাঘাত করেছে কয়েক জন যুবক।

রবিবার বিকেলে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে এ ঘটনা ঘটে আহত রতন মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়ার শফিক উদ্দীনের ছেলে।

ঘটনা সূত্রে জানা যায়, পূর্ব শত্রুতার জের ধরে মেহেরপুর বাস স্ট্যান্ড পাড়ার ৮ নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি তুফানের ছেলে আলীফ এবং স্টেডিয়াম পাড়ার টুমুর ছেলে দুলাল মাহমুদ। পূর্বের ওই বিরোধ মীমাংসা করবে বলে বাড়ি থেকে মোটরসাইকেল যোগে তুলে নিয়ে যায়।

পরে তাকে মেহেরপুর স্টেডিয়াম এর পূর্ব গ্যালারির উপর নিয়ে ছুরি দিয়ে আঘাত করতে থাতে, ছুরির আঘাতে রতনের ভুড়ি বের হয়ে গেলে রতন কে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

পরে রতনকে স্থানীয়রা দ্রুত মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার অবস্থার অবনতি ঘটলে রতনকে ঢাকায় রেফার্ড করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।

ঢাকায় রেফার করার প্রাক্কালে রতন ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত দের নাম উল্লেখ করেছে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারস ইনচার্জ শাহ দারা খান মেহেরপুর প্রতিদিন কে জানান, আমাদের কাছে এখনো পর্যন্ত কোনো অভিযোগ করা হয়নি, যদি আমাদের কাছে অভিযোগ আসে তবে এর আইনি ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। তাছাড়াও ঘটনার পরপরই মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি টিম অভিযান শুরু করে দিয়েছে।

তিনি আরও বলেন প্রকাশ্যে দিবালোকে যে ঘটনাটি ঘটেছে এটি খুবই দুঃখ জনক বিষয়। তবে এর বিষয়ে আমাদের কাছে অভিযোগ না করলেও এর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা কোনো ভাবে ছাড় পাবে না।

মেহেরপুরে বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস পালিত

“মুজিববর্ষের আহবান, যুব কর্মসংস্থান” এই শ্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরে বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস পালিত হয়েছে।

আজ রবিবার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যুব ভবনের হলরুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুরের ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক মৃধা মো: মোজাহিদুল ইসলামের এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে জুম অ্যাপের মাধ্যমে যুক্ত হন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর এক আসনের এমপি অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন।

এ সময় তিনি বলেন, বাংলাদেশ যুবকদের হাত ধরে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বেকার যুবকদের কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি করে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখছে। এখান থেকে কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি যুবঋণ দেওয়া হয় যাতে করে বেকার যুবকরা নিজেই উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

তিনি আরও বলেন, মেহেরপুরে বেকার সমস্যা দুর করতে মেহেরপুরে গড়ে তোলা হবে টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, নার্সিং ইনস্টিটিউট এ গুলো হলে আমাদের জেলায় বেকার কমে আসবে।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহিন, প্রতিমন্ত্রীর বড় ভাই শহিদ সাদেক হোসেন বাবর, আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল হামিম, মেহেরপুর সরকারী কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল-আমীন, যুব উন্নয়নের রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং এর প্রশিক্ষক আমিনুল ইসলাম সাগর, যুব উন্নয়নের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী সহ শিক্ষার্থী বৃন্দ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুব উন্নয়নের উপ-পরিচালক ফিরোজ হোসেন।

আলোচনা শেষে সনদ পত্র সহ যুবঋণের আওতায় সাত জন কে তিন লক্ষ টাকার চেক বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন, যুব উন্নয়নের কম্পিউটার ট্র্রেডের প্রশিক্ষক মাসুদ আল-আহসান নোবেল।

মেপ্র/আরপি

‘কালি ও কলম’ সম্পাদক আবুল হাসনাত আর নেই

কবি ও ‘কালি ও কলম সম্পাদক’ আবুল হাসনাত আর নেই। রবিবার (১ নভেম্বর) সকাল আটটায় রাজধানীর আনোয়ার খান মর্ডান হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয় (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)।

জাতীয় কবিতা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক তারিক সুজাত গণমাধ্যমকে জানান, আবুল হাসনাত নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত ছিলেন। তাকে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হবে।

আবুল হাসনাত ১৯৪৫ সালের ১৭ জুলাই পুরান ঢাকায় জন্ম নেন। তিনি মাহমুদ আল জামান নামেও লেখালেখি করতেন।

আবুল হাসনাতের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ‘জ্যোৎস্না ও দুর্বিপাক, ‘কোনো একদিন ভুবনডাঙায়’, ‘ভুবনডাঙার মেঘ ও নধর কালো বেড়াল’। তার প্রবন্ধগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে সতীনাথ, মানিক, রবিশঙ্কর ও অন্যান্য ও জয়নুল, কামরুল, সফিউদ্দীন ও অন্যান্য।

শিশু ও কিশোরদের নিয়ে রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ‘ইস্টিমার সিটি দিয়ে যায়’, ‘টুকু ও সমুদ্রের গল্প’, ‘যুদ্ধদিনের ধূসর দুপুরে’, ‘রানুর দুঃখ-ভালোবাসা’।

তিনি দৈনিক সংবাদের সাহিত্য সাময়িকী দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে সম্পাদনা করেন। আমৃত্যু তিনি সাহিত্যপত্রিকা কালি ও কলমের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। একইসঙ্গে চিত্রকলা বিষয়ক ত্রৈমাসিক ‘শিল্প ও শিল্পী’রও তিনি সম্পাদক ছিলেন।